Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৬ জুলাই , ২০১৬

৩৯ বর্ষ ৩০ সংখ্যা ২৫ জুলাই,২০১৬, সোমবার, ৯ শ্রাবণ, ১৪২৩

মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে মিছিল, সভা জেলা জুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা : মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে প্রচার আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে জেলা জুড়ে। জেলার সর্বত্র মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে জনমত গড়ে তুলতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে সিপিআই(এম)। এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ২ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটকে সফল করার কর্মসূচি।

কুলটিতে প্রতিবাদ সভা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম) নেতা আভাস রায়চৌধুরী, সুজিত ভট্টাচার্য প্রমুখ। সভায় রাজ্যে তৃণমূলী সন্ত্রাসের ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়। আওয়াজ ওঠে কর্মসংস্থানের জন্য শিল্পের। বিভেদের রাজনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন বক্তারা।

অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সিপিআই(এম) এর পক্ষ থেকে ২২ জুলাই রানিগঞ্জ শহরের সিয়ারসোল অঞ্চলে মিছিল সংগঠিত হয়। সিয়ারসোল সিপিআই(এম) অফিস থেকে মিছিল শুরু হয়ে সিয়ারসোল মেন রোড এন.এস.বি. রোড হয়ে রামবাগানের মধুসূদন দত্ত মূর্তির পাদদেশে মিছিল শেষ হয়। মিছিল শেষে বক্তব্য রাখেন কিশোর ঘটক। অসংখ্য মহিলা সহ বহু সাধারণ মানুষ মিছিলে অংশ নেন।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২২ জুলাই : রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অষ্টাদশ সম্মেলন উপলক্ষে এদিন বর্ধমানে রক্তদান শিবির হয়। বর্ধমান কর্মচারী ভবনে এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কর্মচারী আন্দোলনের নেতা শরদিন্দু মিত্র, প্রণব আইচ, বিশ্বনাথ দে, করালী চ্যাটার্জী, রফিকউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ। রক্তদান শিবিরে একশো জন কর্মচারী রক্ত দেন। সংগৃহীত রক্ত বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ব্লাড ব্যাঙ্কে দান করা হয়।

নতুন চিঠি

শারদসংখ্যা ২০১৬

প্রতিবারের ন্যায় এবারেও প্রকাশিত হতে চলেছে ‘নতুন চিঠি শারদ সংখ্যা’। মননশীল রচনায় সমৃদ্ধ এই সংখ্যায় লিখবেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক ও লেখকেরা। আপনিও আপনার সেরা লেখাটিকে পাঠান নতুন চিঠি শারদ সংখ্যার জন্য। ১৫ অগস্ট ২০১৬-র মধ্যে। আপনি আপনার লেখা সরাসরি ডাকযোগে পাঠাতে পারেন অথবা ই-মেলে। তবে হার্ড কপি অবশ্যই পাঠাবেন। কার্বনকপি বা জেরক্স মনোনীত হয় না। গ্রাহক ও পাঠকদের অনুরোধ অর্ডার দিন ৩১ -এর মধ্যে।

সম্পাদক

নতুন চিঠি

Mail : weeklynatunchithi@gmail.com, dinesh.jha09@gmail.com

বর্ষা আশানুরূপ নয়, ডিভিসি-র জল ছাড়ার আশায় কৃষক বসে নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৪ জুলাই : বর্ষা এবার এখনও তার পরিপূর্ণরূপ নিয়ে আসেনি। দু’একটা নিম্নচাপে মাঝেমধ্যে বৃষ্টিপাত চলছে। তাও বর্ধমান ব্লকে যখন বৃষ্টি হচ্ছে তো মন্তেশ্বরে তখন বৃষ্টি নেই। এরকম খামখেয়ালি বর্ষাতে চাষিরা পড়েছে সংকটে। যদিও জেলাতে চাষ শুরু হয়েছে জোরকদমে। এর মধ্যে স্বস্তির খবর ডিভিসি আগামী ২৭ জুলাই থেকে জল ছাড়বে। এর ফলে চাষিদের অনিশ্চয়তার মেঘ অনেকটাই সরবে।

শস্যভাণ্ডার বর্ধমান জেলাতে খরিফ মরশুমে চাষ হয় ৪ লক্ষ ২০ হাজার হেক্টর জমিতে। জলের উপর নির্ভর করে ফি বছরে চাষ বাড়ে কমে। গত বছর চাষ হয়েছিল ৩ লাখ ৬০ হাজার হেক্টর। এবার এখনও পর্যন্ত ত্রিশ শতাংশ জমিতে চাষ হয়েছে। গতবারের থেকে এবার জুলাই মাসে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম। আবার সব ব্লকে সমান বৃষ্টিপাত নেই। রায়না, খণ্ডঘোষ, ভাতাড়, কাটোয়া, গলসি, কাঁকসা, আউশগ্রাম প্রভৃতি এলাকায় বৃষ্টিপাত কম। তবে চাষ শুরু হয়েছে সর্বত্র। ২৭ জুলাই থেকে ক্যানেলে জল এলে চাষ আর জলের অভাবে বন্ধ হবে না। তবে আতঙ্কে আছে অনেক এলাকার চাষিরা। যেটুকু বৃষ্টিপাত হয়েছে তাতে হয়তো চাষাবাদ করা যাবে। কিন্তু এভাবে খামখেয়ালি বর্ষা শঙ্কায় রেখেছে। এব্যাপারে খণ্ডঘোষের কৃষক রামগোপাল ব্যানার্জী এমনই মত ব্যক্ত করলেন। তিনি জানালেন খণ্ডঘোষ ব্লকের অনেক গ্রাম জলের অভাবে চাষে নামতে পারেনি। আউশগ্রাম ব্লকের নবকুমার মণ্ডলের একই দশা। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতে এখনও সব জমিতে চাষ দিতে পারেনি। অনেক চাষি শ্যালো, সাবমার্সিবল থেকে জল কিনে চাষ শুরু করেছেন। আবার জেলার অনেক এলাকা অসেচ, ডাঙা জমি। জল ছাড়লেও ভরসা একমাত্র আকাশের বৃষ্টি। ফলে জোরকদমে বর্ষা শুরু না হলে অনেক জমি ভাঙ্গানো যাবে না।

২১ জুলাই বর্ধমান সার্কিট হাউসে এক বৈঠকে প্রথম ধাপে বাঁধ থেকে ১৬ হাজার একর ফিট করে জল ছাড়ার কথা ঠিক হয়। যার মাধ্যমে বর্ধমান, বাঁকুড়া, হাওড়া ও হুগলি মোট চারটি জেলাতে ৮ লক্ষ হেক্টর জমি জল পাবে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনুযায়ী বাড়া-কমা হবে। যদিও ওই বৈঠকে সেচ দপ্তরের আধিকারিকরা আশ্বস্ত করেছেন এবার ক্যাচমেন্ট এলাকায় ভালো বৃষ্টিপাতের দরুণ জলাধারে জলের পরিমাণ যথেষ্ট। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান ডিভিশনের কমিশনার হরি বামালু, জেলাশাসক সৌমিত্র মোহন, সভাধিপতি দেবু টুডু, সেচ দপ্তরের আধিকারিক শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চার জেলার প্রশাসনের কর্তারা।

সেতুর মুখে পাকা দেওয়াল, যান চলচল বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২১ জুলাই, কালনা : সেতুর মুখে রীতিমতো পাকা দেওয়াল তুলে বন্ধ করে দেওয়া হল চার চাকার যান চলাচল। ফলে চরম বিপাকে পড়েছেন সাধারণ মানুষ থেকে স্থানীয় কৃষকরা। ঘটনাটি ঘটেছে কালনা ২নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কেলেনই গ্রামে।

কেলেনই ও সর্বমঙ্গলা গ্রামের সীমানা বরাবর বয়ে গেছে মনসামঙ্গল কাব্য খ্যাত বেহুলা নদী। এই নদীর উপর কেলেনই সেতুটির ভগ্নদশা সেই ২০১৩ সালের আগে থেকে। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই এলাকায় জেলা পরিষদের প্রার্থী হয়ে বর্তমান বর্ধমান জেলা সভাধিপতি দেবু টুডু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, জিতলে তিনি নতুন সেতু নির্মাণ করবেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত নতুন সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়নি। এদিন জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে ভারী যান চলাচলের সতর্কীকরণ নোটিশ ঝোলানো হয়। পুরাতন সেতু ভেঙে ফেলার আগে দু’দুবার কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করে বাইপাশ রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু দুদিকের দুটি বাইপাশ রাস্তাই বর্ষার জলে ভেসে গেছে। ফলে ভগ্ন সেতু দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ নদী পারাপার চলছিল। কিন্তু বুধবার থেকে তাও বন্ধ হয়ে গেল। স্থানীয় পঞ্চায়েতের উদ্যোগে সেতুর সামনে পাকা দেওয়াল তুলে দেওয়ায় চারচাকা যান চলাচল একেবারে বন্ধ হল। কালনা-কেষ্টপুর

রুটে সমস্ত ট্রেকারই বন্ধ। এই রুটের ১৫টি গ্রামের মানুষ চরম দুর্ভোগে। সব থেকে অধিক বিপাকে পড়েছেন কেলেনই-এর কৃষকরা। তাদের চাষ আবাদ করে ট্রাকটর নদীর ধারেই ফেলে রাখতে হচ্ছে। নদী পারাপার করা সম্ভব হচ্ছে না। কালনা মহকুমা জলপথ ও সেচ দপ্তরের সহ-বাস্তুকার জানান, বর্ধমানের বিভাগীয় মুখ্য বাস্তুকারের কাছে জানুন কবে এই সেতু পুনর্নির্মাণ হবে। আমাদের বলা নিষেধ আছে।

ছাত্রীদের দিয়ে বড়সড় নাশকতার পরিকল্পনা করছে জঙ্গিরা

বিশেষ প্রতিবেদক : শুধু ছাত্ররাই নয়। বাংলাদেশকে ভিত্তি করে যে জঙ্গি রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা চলছে ইসলামিক স্টেট তাতে সামিল করা হয়েছে মহিলাদেরও। উচ্চ শিক্ষায় পাঠরতা বহু ছাত্রী এই নাশকতার কর্মকাণ্ডে সামিল হচ্ছে। চাঞ্চল্যকর এই তথ্য ঘিরে আলোড়িত বাংলাদেশ।

চমকে দেওয়ার মতো ঘটনা। চট্টগ্রাম থেকেই মহিলা জঙ্গিদের ঘাঁটি সম্পর্কে তথ্য জানা গিয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত ছাত্রীনিবাস স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নামাঙ্কিত ভবনেই মিলেছে সেই ঘাঁটি। এতে যারপরনাই অবাক হয়েছেন বাংলাদেশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন জনসাধারণ। ঘটনাটা এরকম। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত প্রীতিলতা হলের ভিতরেই রীতিমতো জেহাদি তত্ত্বের অনুশীলন হতো। সেখান থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর জেহাদি বই। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের আবাসিক ভবন প্রীতিলতা হল ক্রমশ জঙ্গিদের আখড়া হয়ে উঠছে। এমনই খবর দিয়ে পুলিশকে দ্রুত অভিযানের অনুরোধ করে আওয়ামি লিগের ছাত্রী শাখা ‘স্বাধীনতা’র সমর্থকরা। দ্রুত অভিযান চালায় পুলিশ। উদ্ধার করা হয় রাশি রাশি জেহাদি বই। জানা গিয়েছে, জেহাদি বইগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমদানি করেছে জামাত ইসলামির শাখা সংগঠন ‘ছাত্রী সংস্থা’-র সদস্যরা। আজও জানা গিয়েছে, জামাতের মহিলা কর্মীরা প্রায়ই প্রীতিলতা হলের ভিতরেই এই বই পড়ত। অন্য ছাত্রীদেরও জোর করে পড়াত। সাধারণ ছাত্রীদের অভিযোগ, কর্তৃপক্ষকে আগে জানানো হলেও কখনও ব্যবস্থা নেয়নি।

বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সশস্ত্র বিপ্লবী পন্থায় বিশ্বাসী এক কিংবদন্তী নাম। জন্ম তাঁর চট্টগ্রামেই। ১৯৩২ সালে ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করতে গিয়ে সরাসরি ব্রিটিশ পুলিশের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়। ধরা দেওয়ার বদলে আত্মঘাতী হন প্রীতিলতা। তাঁর নামটি চট্টগ্রামে অতি সম্মানের সঙ্গে উচ্চারিত হয়। অথচ তাঁর নামে তৈরি ভবনের আড়ালেই জামাত ইসলামি লাগাতার ধর্মীয় উসকানিমূলক প্রচার ও জঙ্গি তত্ত্বের কেন্দ্র তৈরি করেছে। জেহাদি বইগুলি থেকে পাওয়া তথ্যে বোঝা গিয়েছে বাংলাদেশের যুবসমাজের কতো গভীরে পৌঁছে গিয়েছে জঙ্গিবাদ। মহিলা জঙ্গি তৈরির বিষয়টি নিয়ে বিশেষ চিন্তিত বাংলাদেশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

চট্টগ্রামের পাশাপাশি ঢাকাতেও

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

২৫ জুলাই, ২০১৬

ভোট দাও, কাজ নাও

কোনো এলাকায় উন্নয়নের কাজ হবে কি হবে না তা ঠিক হবে কি সেই এলাকার প্রয়োজনের নিরিখে, না কি সেই এলাকার মানুষ শাসক দলের প্রতিনিধিকে কত ভোট দিয়েছেন তার প্রেক্ষিতে? এই প্রশ্নের খোলাখুলি জবাব দিয়ে দিলেন পূর্বস্থলী দক্ষিণ কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক ও মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। গত বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে তিনি প্রায় ৩৭ হাজার ভোটে জয়লাভ করলেও কাঁকুড়িয়া পঞ্চায়েত এলাকায় তিনি ৭০০ ভোটে পিছিয়ে ছিলেন। তাই সেখানে সমবায় সমিতির ব্যাঙ্কিং শাখার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে তিনি সাফ ঘোষণা করে দিলেন, এখানকার মানুষ যে উন্নয়ন চান না তা ভোটেই প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। এবার থেকে পার্শ্ববর্তী বেগপুর, সুলতানপুর পঞ্চায়েত এলাকায় উন্নয়ন হবে, যেখান থেকে তিনি অনেক ভোটে জিতেছেন। কাঁকুড়িয়ায় আর হবে না, কারণ উন্নয়ন করেও এখানে আর ভোট পাওয়া যাবে না। একথা ঘোষণা করতেও তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেন না যে কাঁকুড়িয়াতে যে আই টি আই হওয়ার কথা ছিল, তা আর এখানে হবে না, বেগপুরে হবে। সাংবাদিকদের কাছেও তিনি ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে বললেন, এখানে রাজ্য সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে ১৭ কোটি টাকা দিয়েছে, তা সত্ত্বেও তিনি ৭০০ ভোট কম পেয়েছেন। এর পরেও এই এলাকায় উন্নয়ন? নৈব নৈব চ।

দল আর সরকার যে এক নয়, তা তৃণমূল দল মানে না। একজন দলীয় নেতা বা নেত্রী হিসাবে যা হয়তো বলা যায়, সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে সরকারি মঞ্চে দাঁড়িয়ে তা যে বলা যায় না, একথা দলের মহানেত্রীই মানেন না, স্বপনবাবু মানবেন কী করে? মহানেত্রী অবশ্য তাঁর সেকেন্ড ইনিংস-এ অনেক ভালো ভালো কথা বলছেন। তার মধ্যে দল না দেখে সরকারের কাজ করা উচিত, এমন কথাও বলছেন। কাজে যা-ই করুন, মুখে তো অন্তত স্বপনবাবু সেকথা বলতে পারতেন।

বর্তমান তৃণমূল দল তথা সরকারের ''কাজ চাও, টাকা দাও'' নীতির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গবাসী যথেষ্ট পরিচিত। এবার ভোটের বাটখাড়ায় কাজ মাপার কথাও জানিয়ে দেওয়া হল। সাধু সাবধান।

নতুন শো নিয়ে চালু হল মেঘনাদ সাহা তারামণ্ডল

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২২ জুলাই : বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার ও শান্তির প্রশ্নে জোর সওয়াল করলেন প্রাক্তন মন্ত্রী ও বর্ধমান উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যান রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। ১৯ জুলাই নব কলেবরে তারামণ্ডল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এই মত ব্যক্ত করেন। মঞ্চে উপবিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের উদ্দেশ্যে বলেন এখানে কোনো ছাত্রনেতা বা কর্মী নেতার দাদাগিরি চলবে না। শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। তারামণ্ডলের উদ্বোধন করে রাজ্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এর উপযোগিতা পাশের তিন জেলার মানুষ ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। খুব শীঘ্রই বর্ধমান বায়োটেক হাব গড়ে উঠবে।

১৯৯২ সালে তারামণ্ডলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। ১৯৯৪ সালে ভারত ও জাপানের যৌথ উদ্যোগে উদ্বোধন করেছিলেন জাপানের মন্ত্রী আর ইস হি। কোলকাতার পরেই বর্ধমানে এই তারামণ্ডলকে ঘিরে ব্যাপক আলোড়ন পড়ে। জেলার অনেক স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা তারামণ্ডলকে শিক্ষামূলক ভ্রমণ হিসাবে ব্যবহার করেছে। পুরানো প্রযুক্তি সংস্কার করে প্রায় এক বছর বন্ধ থাকার পর ১৯ জুলাই নতুন কলেবরে উদ্বোধন হওয়ায় বর্ধমানের মানুষ খুশি। রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের ১ কোটির উপর টাকা ব্যয়ে জার্মান সংস্থার প্রযুক্তিতে তৈরি কোলকাতার বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়ামকে সমানে টেক্কা দেবে।

এক ডজন প্রশ্ন

১. আন্তর্জাতিক ম্যান্ডেলা দিবস কবে পালিত হয়? কত সাল থেকে এই দিবস পালন শুরু হয়েছিল?
২. প্রখ্যাত অভিনেতা রাজেশ খান্নার আসল নাম কি ছিল? তিনি কবে প্রয়াত হন?
৩. বনফুল কোন সাহিত্যিকের ছদ্মনাম? তিনি কবে জন্মগহণ করেন?
৪. কলম্বিয়া দেশটি কোন মহাদেশে অবস্থিত? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
৫. প্রথম এভারেস্টজয়ী এডমন্ড হিলারী কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? কবে তিনি এভারেস্ট শৃঙ্গে পৌঁছান?
৬. বিশ্বের সবথেকে উচ্চ বাড়ি কোথায় তৈরি হচ্ছে? কত তলা? কত লোক থাকতে পারবে? কবে ভিত্তিপ্রস্তর হয়েছিল?
৭. ভারতের মধ্যে প্রথম থিয়েটার হল 'স্টার'-এর কবে উদ্বোধন হয়েছিল। কোন নাটক অভিনীত হয়েছিল? এই হলের মালিক কে ছিলেন?
৮. পৃথিবীর মানুষ হিসাবে কে প্রথম কবে চাঁদের মাটিতে পা রাখেন? কোন মহাকাশযানে তারা গিয়েছিলেন?
৯. প্লেনের 'ব্ল্যাকবক্স' কে আবিষ্কার করেন? কবে তাঁর মৃত্যু হয়?
১০. সিঙ্গার সেলাইমেশিন কে আবিষ্কার করেন? কবে তিনি প্রয়াত হন?
১১. কমিউনিস্ট তথা কৃষকনেতা হরেকৃষ্ণ কোঙার কবে প্রয়াত হন? জন্ম কবে?
১২. অসুস্থ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতন থেকে কে কে কলকাতায় নিয়ে যান? কবে?

(উত্তর শেষের পাতায়)

নাম নিয়ে বিড়ম্বনা

বাসন্তী সরকার

প্রত্যেক শিশুরই নামকরণ হয়, তার অভিভাবক বা অভিভাবিকার ইচ্ছানুযায়ী। এই নামকরণে কিছু বৈপরীত্যও ঘটে যায়। যেমন কালো ছেলের নামকরণ হল হয়তো 'গৌর'। আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী ও দেশের মুক্তি-আন্দোলনের সৈনিক কালো চৌধুরীর নাম সহজেই স্মরণে আসে। কিন্তু কালোদা মোটেই কালো ছিলেন না, ছিলেন অত্যন্ত উজ্জ্বল ও তেজোদীপ্ত গৌরবর্ণের মহান মানুষ। যাঁকে জল্লাদেরা সত্তর দশকের অন্ধকার দিনে প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথে খুন করে।

এখন আমি আমার নামকরণের প্রসঙ্গে আসি।

আমরা সাত ভাই। বোন ছিল না। আগেভাগে ছয়জন হারিয়ে যায় অকাল মৃত্যুর গ্রাসে। আমি যাতে টিকে থাকি সেজন্য ঠাকুমা নিরম্বু উপবাস থেকে বোঁয়াইচণ্ডী গ্রামে বসন্তচণ্ডীর কাছে মানত করে পূজা দেন। ঠাকুমা সেজন্য আমার 'বসন্ত' নামকরণ করেন। আজ থেকে প্রায় শত বৎসর আগে গ্রামে অনেক রকম সংস্কার-প্রথা ছিল, যা এখনকার সময়ে নেই। এই 'বসন্ত' নাম পাড়ায় অন্যান্য বৃদ্ধারা নাকচ করেন। কারণ আমাদের বংশে জ্ঞাতি জ্যোঠামশাইয়ের নাম ছিল 'বসন্ত'। সেজন্য মা আমার নাম বলতে গেলে ভাসুরের নাম উচ্চারণ করে ফেলবেন যা ঘোরতর অপরাধ। বাবা শেষ পর্যন্ত একটা সমাধানসূত্র দিলেন। ঠাকুমার মানও রক্ষা হবে, অনুশাসনের সম্মানহানিও হবে না। আমার নাম ঠিক হল বাসন্তীকুমার। পরবর্তীতে মধ্যপদলোপী হয়ে শুধু বাসন্তী সরকার-এ পরিণত হয়। ফলে বিভ্রাট, বিস্ময় এমনকি বিদ্রূপও বহন করতে হয় বেচারা আমার নাম-কে।

□

প্রবীণ ব্যক্তিদের হয়তো স্মরণ থাকতে পারে পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে আমেরিকান ইনফরমেশন সার্ভিসের পক্ষে বাংলায় 'আমেরিকান রিপোর্টার' ইংরাজিতে American Reporter প্রকাশিত হতো। পাঠকের বা গ্রাহকের ইচ্ছানুযায়ী বিনামূল্যে বিতরণ করা হতো। আমার এক বন্ধু দুষ্টুমি করে আমার নামে এই দুটি পত্রিকাই পাঠাবার ব্যবস্থা করে। আমি বিশেষ পড়তাম না। একবার কী খেয়াল হল তদানীন্তন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডালাস-এর নীতির সমালোচনা করে ইংরাজি ও বাংলাতে দুটি চিঠি পাঠাই। তারা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়ে যথাযথ ভাবে চিঠি প্রকাশ করে। পরবর্তীকালে আমার লেখা বক্তব্যের বিষয়ে ভিন্ন মতের একাধিক চিঠি প্রকাশিত হয়। সেই চিঠিগুলিতে বাংলা পত্রিকায় আমাকে 'মাননীয়াসু' আর ইংরাজি পত্রিকায় 'Madam' বলে সম্বোধন করা হয়।

□

কোলকাতায় সম্ভবত রাজরাজেশ্বরী বিদ্যালয়ে একটা সম্মেলন হয়। আমি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধি। পরবর্তীতে শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় হাওড়া টাউন হলে। ৩০ সালের শিক্ষা আইন প্রসঙ্গে প্রস্তাবের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে প্রস্তাব পেশ করতে আহ্বান জানানো হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রনীতির অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য পৌরোহিত্য করেন। যথা সময়ে সভাপতি মহাশয় প্রস্তাবক হিসাবে আমাকে 'মাননীয়া বাসন্তী সরকার' বলে সম্বোধন করেন। তিনি লক্ষ্য করলেন কোনো মহিলা আসছেন না। পুনরায় তিনি শ্রীমতী সরকারকে আহ্বান জানালেন। হায়! অদৃষ্টের পরিহাস—আমি কাছেই দাঁড়িয়ে। সভাগৃহে একটা গুঞ্জন উঠলো। আমি বেকুব হলাম, নমো নমো করে প্রস্তাব রাখলাম, কিন্তু বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা কিছুই করা গেল না। নীরবে মঞ্চ থেকে নেমে পড়লাম।

□

আমি সংযুক্ত কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্যকমিটির প্রাথমিক শিক্ষক সেলের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম। একদিন পঙ্কজ নায়েককে সঙ্গে নিয়ে পার্টির প্রাদেশিক অফিসের দোতলায় একটা ঘর ফাঁকা পেয়ে সেখানে দুজনে গেলাম। ঘরের ভিতরে এক মহিলা শাড়ি কোমরে জড়িয়ে ঘর ঝাঁটাচ্ছিলেন। ঝাঁটানো শেষ হলে হাত পা ও মুখ ধুলেন এবং টেবিলে রাখা কৌটা খুলে একমুঠো দোক্তা মুখে পুরে দিলেন। এবার আমাদের দিকে তাঁর নজর পড়ল। আমাদের ডাকলেন, ঘরে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলেন কীজন্যে এসেছি, কী নাম। এই নামেই বিভ্রাট বেঁধে গেল। আমার নাম শুনেই তিনি একটু বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, ''এ আবার কী নাম? কোনও ব্যাটাছেলের এই মেয়েলি নাম হয় নাকি?'' উত্তরে বললাম, ''কেন হবে না, কালী, দুর্গা নাম যদি সহ্য হয় বাসন্তীতে বাধা কিসের? কালী দুর্গা দিয়ে যত নাম তার ৯০ শতাংশ পুরুষের।'' তিনি বললেন, ''হ্যা, ঠিক আছে, তবে সেক্ষেত্রে 'পদ', কিঙ্কর, 'প্রসাদ', 'দাস' ইত্যাদি শব্দ সংযুক্ত থাকে। আমি বললাম, ''আমার ক্ষেত্রে 'কুমার' সংযুক্ত আছে, যদিও মধ্যপদলোপী করেই বলেছি।'' তবুও তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। —''যাই বল, 'বাসন্তী' নাম আনকমন।'' আমি বললাম, ''আমার এই বন্ধুর নাম 'পঙ্কজ', এটাতো পুরুষের নাম। পঙ্কজ মল্লিক, পঙ্কজ রায় নামের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।'' ''উনি বললেন হ্যাঁ সেতো ঠিকই।'' — ''আপনি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সভানেত্রী, সম্পাদিকা শ্রীমতী পঙ্কজ আচার্য (বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সরোজ আচার্যের স্ত্রী)।'' উনি বললেন, ''তা বটে।'' এবার আমি বললাম, ''বি. ডি. নাগচৌধুরীর পুরো নাম বাসন্তী দুলাল নাগচৌধুরী।'' ইতিমধ্যে চা এসে গেল। ওনার পাশের দীর্ঘদেহী একজন এতক্ষণ আমাদের কথা শুনছিলেন ও মৃদু হাসছিলেন। এবার বললেন, ''দিদি আপনাকে ছেলেটি ক্লিয়ার বোল্ড আউট করে দিল।'' উনি বললেন, ''তাইতো দেখছি।''

□

১৯৫৪ সালে গুডফ্রাইডের ছুটিতে রায়না থানার সেহারাবাজার উচ্চবিদ্যালয়ে নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির বর্ধমান জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের সভানেত্রী হিসাবে শ্রীমতী অনিলাদেবীর নাম গৃহীত হয়। এই সম্মেলনের ব্যাপারে সৈয়দ শাহেদুল্লাহ তথা মটরদার খুব আগ্রহ ছিল। তিনি তিনটি পোস্টকার্ড এনে আমাকে দিয়ে অনিলাদেবীকে তিনটি পত্র লেখালেন। একটি কার্ড এ.বি.টি.এ. অফিসে, দ্বিতীয়কার্ড তাঁর বাসস্থানে এবং তৃতীয়টি বেলতলা গার্লস স্কুলে যেখানে তিনি শিক্ষকতা করতেন। তিনি তিনটি চিঠিই পেয়েছিলেন এবং তিনিট চিঠিরই প্রাপ্তিস্বীকার করে সম্মতি জানিয়ে উত্তর দেন, 'মাননীয়াসু শ্রীমতী বাসন্তী দেবী' বলে সম্বোধন করে। এই চিঠিগুলি সেই সময়ের আমার বন্ধু গোকুলানন্দ রায়, সুশীল দেবদাস, বিনয় কোঙার দেখে ফেলেন এবং আমাকে 'বাসন্তী দেবী' বলে ডাকতে থাকেন। সম্মেলন শেষে রাত্রে সেহারাবাজার স্কুল মাঠে রাত্রে আমরা খুব খোসমেজাজে বসে গল্প গুজব করি। বিনয়দা আমাকে দেখিয়ে অনিলাদিকে বলেন, ''বাসন্তী দেবীকে দেখেছেন?'' দিদি মাথা নেড়ে সম্মতি জানান, সকলে হেসে ওঠেন।

সফল সম্মেলনের দৌলতে আমি অনিলাদি, সত্যপ্রিয় রায়, সন্তোষ ভট্টাচার্য, গোপাল হালদার, শ্রীমতী অরুণা হালদার সহ অনেক জ্ঞানীগুণী মনীষীদের সামান্য সান্নিধ্য পাই।

□

কোলকাতায় এক শিক্ষা কনভেনশনে শিক্ষক আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করার ব্যাপারে একটা গোপন সভা (বাম সমর্থকদের) নির্দিষ্ট করা হয়। ২৪ পরগণা জেলার শিক্ষকনেতা আমার বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তাঁকে নির্দিষ্ট দিনের আগের রাতে কোলকাতায় আসার জন্য অনুরোধ করে চিঠি দিই। চিঠিটি জরুরি বলে তাঁর স্কুলের ঠিকানায় না দিয়ে বাড়ির ঠিকানায় খামে ভরে দিই। পত্রের প্রারম্ভে প্রিয় (তার নাম) লিখে আরম্ভ করি, শেষে 'তুমি আমার প্রীতি ও ভালোবাসা নিও'। অভিনন্দন সহ 'বাসন্তী' লিখে শেষ করি। বন্ধু তখন বাড়ি ছিলেন না, তাঁর স্ত্রী খামে লেখা তাঁর স্বামীর চিঠি কৌতূহলী হয়ে খুলে পড়ে অত্যন্ত কুপিতা হন। বন্ধু বাড়ি এসে তাঁকে ওই চিঠি দেখিয়ে বলেন, ''এই তোমার মিটিং মাইয়্যা লইয়া রাতের মিটিং করবা। ঘটির মাইয়্যাগুলা তোমাকে মজাইছে না? মিটিং করাচ্ছি।''

বন্ধু এসেছিলেন। কিন্তু খুব গম্ভীর। পরে সব বললেন। আমি কিছু বললাম না। দুমাস বাদে আবার কোলকাতা যাই অবশ্য রাত্রে নয়। বন্ধুকে বললাম, ''আজ তোমার বাড়ি যাব এবং রাত্রে থাকব, আপত্তি নাই তো?'' সে বললো ''না চল।'' বন্ধুর বউকে বললাম, ''আপনার সতীন আইছে ঝাড়ু মার্‌বান্ না?'' তিনি হেসে ফেললেন। বললাম, ''এই দেখুন চিঠি লেখা প্যাড, আমার নাম, বাবার সিল ও নাম। আমার কাছে অন্যজনের লেখা চিঠিতে 'বাসন্তীদা' বলে সম্বোধন। এবার তিনি অন্যমূর্তি।

□

অধ্যাপক পঞ্চানন মণ্ডল। তিনি দক্ষিণ দামোদরের মানুষ ছিলেন। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক, 'দেশিকোত্তম' উপাধি পান। পুরাতত্ত্ব ও পুঁথি বিষয়ে গবেষণার নেশা ছিল। তিনি একবার আমাদের ক্লাবের এক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে আসেন। ওই একই অনুষ্ঠানে বিয়াল্লিশের বিপ্লবী দাশরথী তা, প্রখ্যাত সাংবাদিক ও বামপন্থী নেতা সৈয়দ শাহেদুল্লাহও উপস্থিত ছিলেন। মূলত আমি সংযোগকারী হিসাবেই তাঁদের কাছাকাছিতে থাকতাম। দাশুদা ও মটরদার সঙ্গে তো আমার ভালোই পরিচয় ছিল। পঞ্চাননবাবুর কাছাকাছিতে বেশি থাকার ফলে ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমি তাঁকে আমাদের গ্রামের পুরানো মন্দির দেবমূর্তি দেখাই ও নানা প্রসঙ্গের কথা বলি। তাঁর বাড়ি ছোটবৈনান গ্রামে। ওঁর গ্রামের বাড়ির কিছু রক্ষণাবেক্ষণ করতেন তাঁর খুব বিশ্বস্ত প্রতিবেশী ও শিক্ষক তারকদাস মোহান্ত। তারকদা ছিলেন আমার বন্ধু। প্রাথমিক শিক্ষক আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ও পার্টি কমরেড। আমাদের সুসম্পর্ক জেনে পঞ্চাননবাবু হেসে বললেন, ''বুঝেছি একই ক্ষেতের চাষি।''

একদিন তাঁর হাতের আংটির দিকে তাকিয়ে আছি দেখে তিনি বললেন, ''কী দেখছ?'' আমি বললাম, ''আপনার হাতের আংটি।'' আংটিতে ধানের শীষ ও পুঁথির ছবি ছিল। তিনি বললেন ''আংটিতে ধানের শীষ আছে বটে কিন্তু কাস্তে নাই। তোমার ভোটের প্রতীক নয়।'' আমি বা আমরা তখন যুক্ত কমিউনিস্ট পার্টিতেই। কাস্তে ধানের শীষ নির্বাচনী প্রতীক। সেই ইঙ্গিতই তিনি করলেন। বললেন, ''তবে শোনো, ধানের শীষ হচ্ছে আমি কৃষিজীবী, কৃষি পরিবারের সন্তান আর পুঁথিতো জান—আমার নেশা।''

তিনি একবার একটা চিঠি পাঠালেন, বর্ধমানে জিটি রোডে ড. সুকুমার সেনের বাড়িতে উপস্থিত হতে আহ্বান জানালেন। সেই স্মরণীয় বাড়িটি এখন নেই। ওই বাড়িতে টাটা কোম্পানির 'তানিস্ক' নামে জুয়েলারি শোরুম। যাইহোক, দেখলাম, বাড়িতে অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির উপস্থিতি। পরিচয় হল। আমি পঞ্চাননবাবুকে বললাম, ''এই জ্ঞানীগুণী পণ্ডিতদের মধ্যে আমাকে কেন আমন্ত্রণ জানালেন, এ যেন হংস মধ্যে বক যথা।'' তিনি বললেন, ''না গো, তুমি বকধার্মিক নও। কেন তোমার নাম? আমি পঞ্চানন, তুমি বাসন্তী—এতো জন্মজন্মান্তরের বাঁধন— একি ভোলা যায়!''

এতদিন আমার নামের জন্য অনেক নিন্দা, অখ্যাতি ও সমালোচনা শুনতে হয়েছে, সহ্যও করেছি। আমি নিজেই এবার আমার নামের পিঠ চাপড়ালাম।

লেখক সদ্য প্রয়াত হয়েছেন

অন্য সংস্কৃতি

বাজ্

রত্না রশীদ

বাজ্। বাজ্ একটা পাখির নাম। আবার ঝড়বৃষ্টির সময় মেঘ-সমুদ্রের বুক চিরে সশব্দ ঝলকানির যে তুমুল সংহার—তারও তো শব্দরূপ 'বাজ্'ই। দু-তরফই আকাশ বিহারী।

যা হোক্, বহুদূর-দূর—দূর শৈল-শির ভয়াবহ হিমেল গুহায় যন্ত্রণাবিদ্ধ এক রক্তাক্ত 'বাজ্'-এর সংগ্রামী অজ্ঞাতবাস। রোদ নয়—হাওয়া নয়—আগ্রাসী জীবনের তুমুল আকাঙ্ক্ষার মধুরস একমাত্র পানীয়।

মহাকাব্য শুধুই রাজ-রাজড়ার কথা সাজায়। পাশাখেলা, যুদ্ধবাজি, বনবাস, অজ্ঞাতবাস—সবই সেই রাজন্যবর্গের একচেটিয়া কর্ম-অধিকার। দু-হাত, দু-পেয়ে সমবর্গীয়েরা দূর-দূর থেকে অনধিকার তাচ্ছিল্যের পথধূলি মেখে বছর-বছর, শতাব্দী পেরিয়ে বহু-বহু যুগের অভ্যাসে সে পাঁচালী কর্মবোধে ফুল ও চন্দনের উপাচারে মহিমান্বিত করার দায়ভার নেয়।

প্রসঙ্গে ফিরি। বাজ্। প্রকৃতির এক দৃপ্ত উন্নত, প্রখর দ্যুতিময় ক্ষিপ্র এক প্রাণী। প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে, মানুষেরই মতো আশি বছর প্রাণময় থাকে। এবং মানুষের মতো এক জন্মে বারবারই নিজেকে পুনঃনির্মাণ করে চলে।

প্রথম চল্লিশ বছর জন্মলব্ধ যন্ত্রপাতিতেই দিব্যি চলে তুমুল উড়ান। কাছ ঘেঁষার যুগ্যি নেই কেউ আকাশ-বাতাস—চরাচরে। তারপরই নেমে আসে দুঃসাধ্য পরীক্ষার চরম প্রহর। তার হাত-পা-আঙুলের নখ বেড়ে বেড়ে বেঁকে যায়, ঠোঁটও বৃদ্ধি পেয়ে ঝুলে অকেজো অলঙ্কার হয়। তথৈবচ ডানাজোড়া। ভারি-ঘনবদ্ধ হয়ে ওঠায় অযোগ্য হয়ে পড়ে। না পারে শিকার করতে, না পারে বেঁকে যাওয়া ঠোঁটে শিকার মুখের ভেতর নিতে। মানুষেরই মতো, তখন তার সামনে তিনটে পথ খোলা থাকে—

১) চুপচাপ মৃত্যু মেনে নেওয়া

২) পরজীবী হয়ে অন্যের শিকারের ভুক্তাবশিষ্ট পচাগলা খেয়ে মরে-বেঁচে থাকা

৩) নিজেকে পুনঃগঠিত করা।

বাজ সর্বোচ্চ পাহাড়ের নির্জন খাদে অতিকষ্টে নিজেকে নির্বাসিত করে। একটা একটা করে আঙুলের নখ, ঠোঁট পাথরে ঠুকরে ঠুকরে উপড়ে ফেলে রক্তস্নান করে পড়ে থাকে। নিঃসীম যন্ত্রণার মাঝে অভুক্ত, নিদ্রাহীন পড়ে থাকা।

নতুন ঠোঁট উপহারে পেলে, আবারও একটা একটা করে ডানার পালক ছিঁড়ে ফেলার—মৃত্যুর অধিক আরো আরো যন্ত্রণায় পেড়ে ফেলা নিজেকে গহীন-কঠিন পাহাড়ী বন্দরে।

তারপর চুপচাপ রক্তহ্রদে চোখ বুজে অভুক্ত প্রহর গুনে যাওয়া যতদিন না ফুরফুরে হালকা রেশম-পাখনা এসে তেলচুকচুকে মনোরম যৌবনের ছোঁয়া এনে দেয় বাজ্-এর সর্বদেহমন জুড়ে।

ব্যাস্। আর কি! সোনালী ডানায় রৌদ্রসুখ মেখে মহাকাশের নীলাভ চরাচরে ক্ষিপ্রতার অবাধ বিস্তার। জীবন শশব্যস্তে ঘন হয় 'বাজ্'-এর বলয়ে।

পুস্তক সমালোচনা

স্বপ্ন অনন্ত ও অসীম

শিবানন্দ পাল

শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে যেটি দরকার, সেটি তার নামকরণ; সেই রকম কোনও সাহিত্যকীর্তি যখন লেখক লেখিকার মনে ভ্রূণ আকারে অবস্থান করে তখনই তার একটা নাম তাঁরা মনে মনে ঠিক করে নেন। সুমিতা মুখোপাধ্যায়ও তাঁর প্রথম উপন্যাসের 'স্বপ্নের রঙ নীল' নাম রেখে নিজের সপক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন- নীলাকাশ, নীল সমুদ্রের মত স্বপ্নও অনন্ত, অসীম এবং অবাধ। তবে এই স্বপ্ন রাত্রে চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখা নয়, অনেকটা মাইকেল মধুসূদনের মত 'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়'-এর মত। এ স্বপ্ন জীবনের স্বপ্ন, বাস্তবের স্বপ্ন। স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে মানুষ কোনও ফাঁক রাখতে চায় না। সেই রকম এই উপন্যাসে স্বপ্নের ঘোরেই বিচরণ করেছেন অম্লান, মৌলি, পাওলি ও তার দাদা। এদের স্বপ্নের স্বার্থকতা ও ব্যর্থতা নিয়েই এই কাহিনির বিস্তার। কাহিনির কেন্দ্রবিন্দুতে রক্ষণশীল একটি বনেদি ব্রাহ্মণ পরিবার। আর প্রেম এই কাহিনির মুখ্য উপজীব্য। প্রেম এসেছে পাত্র-পাত্রীদের প্রাক-বিবাহিত জীবনে, বিবাহিত জীবনে এবং বিবাহ-পরবর্তী জীবনেও। প্রকৃতিপ্রেমিক সংস্কৃতিমনস্ক অম্লান মাসতুতো বোনের বিয়েতে ভালবেসে ফেলল দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়াকে। মনের কথা বলার সুযোগ না পাওয়ায় সেই প্রেমের অকালমৃত্যু হল। কিন্তু নারীর কাছে তার চাহিদার একটা রূপরেখা তৈরি হয়ে থেকে গেল মনের মণিকোঠায়। যাকে সে বাস্তবায়িত করতে চাইল স্ত্রী অরুণার মধ্যে। যত সে অরুণার মনের কাছাকাছি পৌঁছতে চেয়েছে, অরুণার অহঙ্কার, কঠোরতা, সন্দেহপ্রবণতা তাদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছে।

মৌলিকে ভালবেসেছিল শিক্ষিত, ধনী, সৎচরিত্র অনুজ। অনুজ আগরওয়াল। অনুজের ভালবাসাকে স্বীকৃতি না দিয়ে থাকতে পারেনি মৌলি। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে জাত সমস্যা। মৌলির সাহস হয়নি এই প্রতিবন্ধকতা ডিঙিয়ে যাবার। মৌলি নিজের ভালোবাসাকে পরিবারের যূপকাষ্ঠে বলি দিয়ে বিয়ে করেছে বাড়ির মনোনীত পাত্র চিরব্রতকে।

স্বামী হিসেবে চিরব্রত'র কোন ত্রুটি ছিল না। কিন্তু মৌলির মনের খবর সে কোনদিন রাখার চেষ্টা করেনি। তার মনের কোন চাহিদা থাকতে পারে এ বিষয়ে কোন গুরুত্বও দেয়নি। সারাদিন ব্যবসার কাজে ব্যস্ত চিরব্রত মৌলির একাকীত্ব দূর করার জন্য একটা এনজিও-তে চাকরির ব্যবস্থাও করে দিয়েছে। বেতন সামান্য হলেও মৌলি এখানে খুঁজে পেয়েছে তার মনের মানুষকে। সে যেন তার স্বপ্নের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিল।

একই মানসিকতার দুটি মন ভিন্ন পরিবেশে ধীরে ধীরে কাছাকাছি হয়েছে। শুরু হয়েছে দ্বন্দ্ব। সংযোগের সেতু দূরভাষ। এই ভাবেই স্বপ্নকে জীবিত রাখতে চেয়েছে দুটি পিপাসু নরনারী। কাহিনি প্রেমকে দেহ-কামনা থেকে দেহাতীত, বৌদ্ধিক, হার্দিক উন্মুক্ততায় পবিত্র করে তুলেছে।

পাওলির স্বপ্ন ভবিষ্যতে স্বার্থক হবার দিশা খোঁজে। সে জানে তার স্বপ্নের মধ্যে কোন অবাস্তবতা নেই। অতীত প্রজন্মকে বর্তমান প্রজন্মের দাবি মানতেই হবে। এই জেদ অম্লান বা মৌলির মধ্যেও নেই। সামন্ততান্ত্রিকতার বাধাকে প্রতিহত করে মানবিকতা প্রতিষ্ঠিত করার একনিষ্ঠতা তাকে জয়ী করেছে।

রক্ষণশীল চ্যাটার্জি পরিবারের মহিলারা এমনকি কোন কোন পুরুষ এই ভাবধারায় বিশ্বাসী হলেও সমাজভীতি তাদের পিছনে সরে আসতে বাধ্য করেছে। এই ভাবধারাকে আঘাত করে পাওলি শুধু সামন্ততন্ত্রকে নয়, নারীকেও সমাজ নির্দিষ্ট আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তবে এখানেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়, পাওলির স্বপ্নের পুরুষ অরুণ ব্রাহ্মণ এবং সে একটা অন্যায়ের শিকার! আর এই জাতের রোগেই রোগগ্রস্ত ছিল চ্যাটার্জি পরিবার। কিন্তু মনে হয়েছে এই সংশয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেননি লেখিকাও।

উপন্যাসের কোনও চরিত্র বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে নেই। কাহিনির গ্রন্থনা আরো দৃঢ় হওয়া উচিত ছিল। তবে উপন্যাসটি মোটামুটি সুখপাঠ্য। কুশীলবের অযথা ভিড় না বাড়িয়ে লেখিকা নিজের কুশলতার পরিচয় রেখেছেন। তবে অজস্র বানান ভুল পাঠকের পড়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। মুদ্রণের ত্রুটিও পরিলক্ষিত হয়।

স্বপ্নের রঙ নীল
সুমিতা মুখোপাধ্যায়। সাঁকো সাহিত্য পর্ষদ।
মুর্গাশোল, আসানসোল- ৩। মূল্য- ৭৫ টাকা।

ফিরে দেখতে চাই

স্বপন ঘোষ চৌধুরী

বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন কাল থেকে বর্ধমানের একটা পরিচিতি আছে। সে পরিচিতি বিখ্যাত সব রচয়িতাদের নিয়ে। তাঁরা সব অমর সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন যা আজও সারা দেশের মানুষের কাছে চর্চার বিষয় হয়ে আছে। কিন্তু আমার এ রচনা সেইসব প্রাতঃস্মরণীয় সাহিত্য রচয়িতাদের নিয়ে নয় বরং সেইসব লেখক লেখিকা নিয়ে যাঁরা যুগেযুগে বর্ধমানের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন অথচ আজও রয়ে গেছেন দেশের তো বটেই, চাইকি এই জেলা বর্ধমানের মানুষের কাছেও অজানা।

১৯৭০ কিংবা ৭১-এ ৭০ বছর বয়সী যে মানুষগুলি মারা গেছেন সেই সব লেখকেরা ১৯০০ সালে জন্মেছেন এটা অবশ্যই সত্যি। তেমন একজন বিখ্যাত কবি এবং একজন গল্পকারের নাম যথাক্রমে পল্লিকবি ভোলানাথ মোহান্ত এবং প্রবোধ রাউত। ভোলানাথ মোহান্ত বর্ধমান শহরেই বসবাস করতেন। তিনি জন্মেছিলেন রায়না থানার খেমতা গ্রামে। বর্ধমান শহরে তাঁর আগমন কিছু রোজগার করে সংসার চালানোর জন্য। তা তিনি যা রোজগার করতেন তাতে দুবেলা পেটভরা আহার জুটত না। একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলেছিলেন। ছাত্র পড়িয়ে কোনোরকমে দুটি খেয়েপরে বেঁচে থাকার মতো অবস্থায় থাকলেও জীবনে কারও সঙ্গে তঞ্চকতা করেননি আর তাই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অভাব অনটনের সঙ্গে লড়াই করে গেছেন। কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়ের পরই বর্ধমানের যে পল্লি কবির নাম উঠে আসে তিনি ভোলানাথ মোহান্ত। বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা ভোলানাথের নাম এই প্রজন্মের কবি সাহিত্যিকরা জানেই না। অথচ এই ভোলানাথ মোহান্তর প্রতিকৃতি জ্বলজ্বল করছে বর্ধমান টাউনহলে। অবশ্য ভোলানাথের প্রতিকৃতির বর্ধমান টাউনহলে স্থান হওয়ার ব্যাপারে 'দৈনিক স্বীকৃতি' পত্রিকার সম্পাদক সদানন্দ দাসের চেষ্টার কথা স্মরণ করতেই হয়।

গল্পকার, নাম প্রবোধ রাউত। প্রবোধ রাউতের জন্মস্থান বর্ধমান শহরের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে শহর লাগোয়া ঝিঙুটি গ্রামে। বিত্তবান বাড়ির সন্তান। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁদের জমিদারির দিনকালও প্রত্যক্ষ করেছেন বেশ কয়েক দশক। এই গল্পকার আমাদের বর্ধমানের গর্ব। আমি তো প্রবোধ রাউতকে জেলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী গল্পকার হিসাবে স্বীকার করি। ছোট গল্পে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। অন্য গল্প পড়ার দরকার নেই, শুধু তাঁর 'ক্যারেকটার সার্টিফিকেট' গল্পটি পড়লেই বোঝা যায় কতখানি ক্ষমতা ছিল তাঁর কলমে। আজ প্রবোধ রাউত বেঁচে আছেন মাত্র কয়েকজন পাঠকের মধ্যে।

যিনি আজও বর্ধমানের বয়স্ক পাঠকের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছেন, তিনি সুলেখা সান্যাল। মাত্র চল্লিশ বছরে তাঁর জীবনদীপ নিভে যায়। তিনি বড় মিষ্টি গল্পকার, বড় শারীরিক কষ্ট নিয়ে জীবন কাটিয়েছেন। বড় একাকীত্বের যন্ত্রণা সহ্য করেছেন আর তাই তিনি একর পর এক অসাধারণ গল্প লিখে পাঠকদের চমকে দিয়েছেন। তিনি জানতেন তাঁর আয়ু আর বেশিদিন নেই তাই শেষ দিকের গল্পে যেন চাবুক নয় রীতিমতো তলোয়ার ঘুরিয়েছেন। তাইতো একটি গল্পে তাঁর বিখ্যাত কথা 'লাট খাওয়া চোখের তারায়' আজও আমাদের চমকে দেয়।

কেন, বারবার মনে পড়ে কবি-গল্পকার চিত্ত ভট্টাচার্যের কথা? তাঁর কথা মনে করতে আমরা বাধ্য, এই যাঁরা গল্প কবিতা চর্চা করি। বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ, গল্পগ্রন্থ এবং উপন্যাস লিখে এক সময় বর্ধমানে মানুষের অতি পরিচিত লেখক হয়ে উঠেছিলেন চিত্ত ভট্টাচার্য। শিক্ষকতা ছিল তাঁর পেশা নয়, একটা ব্রত। সাহিত্যচর্চা ছিল তাঁর সাধনা। গল্প, কবিতা এবং চিত্র শিল্পের জন্য তিনি পুরনো মানুষদের কাছে আজও সমানভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

কবি ভোলানাথ মোহান্তর দুই পুত্র নিখিলেশ মোহান্ত এবং অখিলেশ মোহান্ত। দুজনেই কবি এবং গল্পকার। তুলনামূলকভাবে নিখিলেশ ছিলেন অনেক বেশি প্রতিভাধর। গল্প এবং কবিতা, দুটোতেই তাঁর কলম ছুটেছে অবাধ গতিতে। আমি আজও নিখিলেশের পুরনো গল্পগুলো মাঝে মাঝে পড়ি। আর অখিলেশ ছিলেন স্বভাব কবি। রাস্তায় দেখা হলে সঙ্গে সঙ্গে খাতা খুলে কবিতা শুনিয়ে দিতেন। কী যে হল জানিনা, একদিন হঠাৎ শুনলাম অখিলেশ আত্মহত্যা করেছে। কোন অভিমানে এমন কাজ করল সে রহস্য আজও অজানা।

লেখক যত না তার চেয়ে সংগঠক হিসাবে অজিত ভট্টাচার্যকে বর্ধমানের সাহিত্যপ্রেমী মানুষ বেশি চেনেন। একসময় বেশ ভালোই গল্প কবিতা লিখতেন। এরই মধ্যে পত্রিকা সম্পাদনা করার নেশায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। শেষে স্বীকৃতি নামে একটি পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশ করে আর এগোতে পারেননি। এরপর তাঁর নেশা চাপে সাহিত্যসভা করার। দীর্ঘদিন 'ধ্বনি' পত্রিকার সাহিত্য বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থেকে সাহিত্যসভার আয়োজন করার কাজে উৎসাহী হন। তারপর গেলেন 'দৈনিক মুক্তবাংলা' সংবাদপত্রের সাহিত্য বিভাগ দেখাশোনার কাজে। নিজেই প্রতিষ্ঠা করলেন 'কবিতা সন্ধ্যা' নামে এক সাহিত্য সংগঠন। দীর্ঘদিন—আমৃত্যু সেই সংগঠনের পুরোধা হয়ে নজির সৃষ্টি করলেন। বর্ধমানের কোনও সাহিত্য সংগঠন নিরবচ্ছিন্নভাবে এত সাহিত্যসভা করতে পারেনি। কিন্তু এই নাম করতে গিয়ে তাঁর লেখার ধার যে কমে গিয়েছিল এবং কবি গল্পকার হিসাবে তাঁর সুনামের যে ক্ষতি হয়। বর্ধমানের বেশিরভাগ মানুষ এমন দুজনকে চেনেন যাঁরা সংবাদপত্রের সম্পাদক রূপেই পরিচিত। তাঁদের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে অনেকেই কিছু জানেন না। এই দুজনের একজন হলেন 'বর্ধমান দর্পণ' পত্রিকার সম্পাদক সত্যনারায়ণ মাজিল্যা, অপরজন 'বর্ধমান শ্রুতি'-র সম্পাদক গোবিন্দ দাস। গল্প এবং কবিতা দুটি বিভাগেই সত্য মাজিল্যা এখনও দাপটে কলম চালিয়ে যাচ্ছেন। অজস্র গল্প কবিতা লিখলেও কেন জানিনা বর্ধমানের সাহিত্যপিপাসুদের অনেকের কাছে তিনি অজানা অচেনা হয়ে আছেন। আর গোবিন্দ দাসও গল্পকার এবং কবি হিসাবে কিছু মানুষের কাছে পরিচিত হলেও জেলার সাহিত্যপিপাসু সুধীজনের কাছে অপরিচিত হয়ে আছেন। তিনি আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের সংগীত রচয়িতাও।

রয়েছেন গল্পকার বলরাম পাল, গৌর পালিত, রাসবিহারী মল্লিক, মদন দাস, পরিমল ঘোষ, অপরেশ সাহা, শ্যামাপদ দত্ত-র মতো কবি যাঁরা নিরলস সাহিত্য সাধনা করেও আজ বর্ধমানের সাহিত্যপ্রেমী মানুষের কাছে অপরিচিত রয়ে গেছেন।

অপরিচিত আছেন বলে উল্লিখিত লেখক কবিরা তাঁদের সৃষ্টিতে পটুত্ব দেখাতে পারেননি তা নয়। তাদের নিয়ে আর একটি সংখ্যায় লেখার ইচ্ছে রইল।

কালোদাকে মনে পড়ে

সলিল ভট্টাচার্য

তোমার সেই বজ্রদীপ্ত কোমলকঠিন কণ্ঠস্বর
তোমার সেই অকুতোভয় জীবনের বাণী
আজাদির মন্ত্রে সদাজাগরুক এক সৈনিক
বিষয়সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হলেও কখনো নতজানু হওনি
চিরবিপ্লবী কমিউনিস্ট কমরেড কালোদা
তোমাকে মনে পড়ে।

আজ যখন জামা বদলানো মেকি বিপ্লবীদের দেখি
যখন পোষমানা বুদ্ধিজীবীদের নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ,
গিরগিটিরাও বোধ হয় লজ্জার আঁচলে মুখ লুকোয়
এবং সর্বরিক্ত মায়েদের যন্ত্রণায় কেউ কষ্ট পায় না
অশান্ত অস্থির আমার প্রিয় স্বদেশ কেঁদে ওঠে,
তখনই কমরেড কালোদা
তোমাকে মনে পড়ে।

তুমি শুধু বর্ধমানের নয়, একজন আদ্যোপান্ত আন্তর্জাতিক,
মেঘকাজল দিনে যখন এতটুকু বৃষ্টির দেখা নেই,
বুকের ভেতরে থাকা কল্‌জে থেকে অবিরত রক্তক্ষরণ
তোমার মৃত্যুর দিনটাকে যারা ভুলে যায়
তোমার লাশ পড়ে থাকে নিশ্ছিদ্র আঁধারে
পুলিশ-কত্তার চোখ রাঙানোকে উপেক্ষা করে
তোমার স্বজন, বিছিয়ে দেয় লাল গোলাপের
মালা আর ফুলে ভরে রাখে স্মৃতির মঞ্জুষায়
তখনই আমাদের চিরসাথী কমরেড কালোদা
তোমাকে মনে পড়ে।

দিগন্ত থেকে ছুটে আসছে সর্বনাশের ঝড়,
বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি
সহজিয়া গানে তুমি ভরিয়ে দাও আকাশ বাতাস
একটি নক্ষত্র এসেছিল, সে ডুবে গেছে
বহ্নিমান রোদে তোমায় চশমায় পিঙ্গল মুখ,
জেলখানার বন্দীদশা তোমাকে বাঙ্ময় করে তোলে,
আজ এই কালসন্ধ্যায় কমরেড কালোদা
তোমাকে মনে পড়ে।

ছয় মাসে এক ইঞ্চিও হয়নি সেতু নির্মাণের কাজ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২২ জুলাই, কালনা : বিগত বিধানসভা নির্বাচনের আগে তড়িঘড়ি সেতুর শিলান্যাস হয়। শিলান্যাস একটি নয়, দু'দুখানি চকচকে পাথর পোঁতা হয় দুই ধারে। শিলান্যাসের অনুষ্ঠানেই ঘোষণায় বলা হয় খুব শীঘ্রই সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হবে। কিন্তু সেই ঘোষণার ছ'মাস পরও সেতু নির্মাণের কাজ এক ইঞ্চি এগোয়নি। ঘটনাটি কালনা ১নং ব্লক ও পূর্বস্থলী-১ ব্লকের সীমান্তবর্তী গ্রাম সাদিপুরে।

উল্লেখিত দুই ব্লকের সীমানা বরাবর বয়ে চলেছে বাঁকা নদী। সাদিপুর গ্রামে এই বাঁকা নদীর উপরে একটি ঝরঝরে বাঁশের সেতু দিয়ে চলাচল করে দুই ব্লকের মানুষ। এই বাঁশের সেতুর বদলে পাকা সেতুর দাবি দীর্ঘদিনের। সেই দাবির কথা মনে রেখেই এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী

স্বপন দেবনাথ চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের ২৫ তারিখে পাকা সেতুর শিলান্যাস করেন। প্রকল্পব্যয় ধরা হয় ২ কোটি ৯২ লক্ষ ২৬ হাজার ১১৮ টাকা। শিলান্যাসের একটি শিলা পোঁতা হয় পূর্বস্থলী-১ ব্লকের ইসলামপুরে এবং অপরটি পোঁতা হয় কালনা-১নং ব্লকের সাদিপুর গ্রামে। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ এদিন বলেন, এখন তো বর্ষার সময় নির্মাণের কাজ হবে না। তাই পরে টেণ্ডার করে কাজ শুরু করতে হবে। এই সেতু নির্মাণের দায়িত্বে থাকা জলপথ ও সেচ দপ্তরের কালনা মহকুমা সহ-বাস্তুকার অবশ্য এব্যাপারে কিছু বলতে চাননি। তিনি বলেন, আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বর্ধমান ডিভিশনের নাম বলতে অনিচ্ছুক এক আধিকারিক জানান, ওই সেতু নির্মাণের কোনো অর্থ বরাদ্দ হয়নি। হলে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

চিকিৎসকের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২১ জুলাই : স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ পারিজাত নন্দী (৭১) ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ২১ জুলাই প্রয়াত হন। মৃত্যুর খবর পেয়েই সিপিআই(এম) নেতা অমল হালদার ডাঃ পারিজাত নন্দীর বাড়িতে যান এবং মরদেহে মালা দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান। সঙ্গে ছিলেন উদয় সরকার ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ডাঃ পারিজাত নন্দী পেশার বাইরেও সংস্কৃতি চর্চা ও সাহিত্য চর্চা করতেন। সংস্কৃতি জগতের বহু মানুষও এদিন তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসেন। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার পাশাপাশি তিনি পারিজাত সেবালয় নামে একটি নার্সিংহোমের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বহু গরিব মানুষের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেছেন। তাঁর স্ত্রী রত্না নন্দী সহ এক পুত্র ও এক কন্যা বর্তমান।

—প্রথম পাতার পর

নাশকতার পরিকল্পনা করছে জঙ্গিরা

মহিলা জঙ্গিদের তৎপরতা নিয়ে চিন্তা বাড়ছে। ঢাকার ইডেন মহিলা কলেজের হস্টেলে অভিযান চালিয়ে জামাত ইসলামির শাখা সংগঠন ইসলামি ছাত্র শিবিরের সঙ্গে জড়িত পাঁচ ছাত্রীকে আটক করেছে পুলিশ। পড়ুয়ার ছদ্মবেশে তারা কোনো নাশকতার পরিকল্পনা করছিল। তাদের কাছ থেকেও জেহাদি বই উদ্ধার করা হয়েছে।

ঢাকার গুলশনে ও কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ায় পরপর জঙ্গি হামলার পর থেকেই বাংলাদেশ জুড়ে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে। তদন্তে উঠে এসেছে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সরাসরি জঙ্গি সংগঠনের যোগাসাজশের তথ্য। বহু ছাত্র নিখোঁজ। তারা বড়সড় নাশকতার পরিকল্পনা করছে। ঢাকার নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিত্তশালী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনেক পড়ুয়ার সঙ্গে গুলশন ও কিশোরগঞ্জে হামলার যোগ রয়েছে। জঙ্গিদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে ধৃত এই প্রতিষ্ঠানের সহ উপাচার্য। নিখোঁজ ছাত্রদের সন্ধান করতে গিয়ে উঠে আসছে এমন কয়েকজন ছাত্রীর নাম ও পরিচয় তা রীতিমতো সন্দেহজনক।

পরিস্থিতি বলে দিচ্ছে ওপার বাংলায় মহিলাদের বিশেষ বাহিনী গঠন করার প্রক্রিয়া বেশ গুছিয়ে এনেছে জঙ্গি সংগঠনগুলি। আই.এস-এর বাংলাদেশ শাখার প্রধান আবু ইব্রাহিম আগেই ভয়াবহ নাশকতার হুমকি দিয়েছে। গোয়েন্দাদের সন্দেহ বাংলাদেশি মহিলা জঙ্গিদের পশ্চিমবঙ্গে পাঠিয়ে ভয়ঙ্কর নাশকতা ঘটানো হতে পারে।

সিপিআই(এম) নেতার জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২১ জুলাই, বর্ধমান : সিপিআই(এম) বর্ধমান সদর জোনাল কমিটির কুড়মুন গ্রামের প্রবীণ সিপিআই(এম) নেতা অনন্ত মণ্ডল (৮১) গত ১৯ জুলাই প্রয়াত হয়েছেন। বীরভূম জেলার সিউড়িতে ছেলের বাড়িতে তাঁর জীবনাবসান হয়। কর্মচারী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তিনি সিপিআই(এম)-এর সংস্পর্শে আসেন। অনন্ত মণ্ডলের মরদেহ বর্ধমানে আনা হলে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সিপিআই(এম) নেতা গণেশ চৌধুরী ও সেখ সালাউদ্দিন। তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন সিপিআই(এম) বর্ধমান সদর জোনাল কমিটির নেতৃবৃন্দ। প্রয়াত অনন্ত মণ্ডলের স্ত্রী ও দুই পুত্র ও এক কন্যা বর্তমান।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি বাগবুল ইসলাম সেখ, পিতা— মহঃ ইয়াকুব সেখ গ্রাম-সাতঘড়িয়া, থানা—জামালপুর, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৫ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে আমার কন্যার প্রকৃত নাম হল শবনম ইয়াসমিন (Sabnam Yesmin) কিন্তু জন্ম শংসাপত্রে আমার কন্যার নাম শপনম ইয়াসমিন (Sapnam Yesmin) আমার নাম সেখ শাহাজাহন ও আমার স্ত্রীর নাম কাশ্মীরা বিবি নথিভুক্ত হয়েছে। শবনম ইয়াসমিন (Sabnam Yesmin) শপনম ইয়াসমিন Sapnam Yesmin পিতা বাগবুল ইসলাম সেখ ও মাতা কাশ্মীরা বেগম এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি শান্তি ধর পিতা প্রয়াত কৃষ্ণবন্ধু ধর, সাধনপুর, আলুডাঙ্গা পোস্ট ও জেলা বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে আমার প্রকৃত নাম শান্তি ধর যা আমার ভোটার পরিচয়পত্রে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু রেশন কার্ডে আমার নাম শান্তিপদ ধর নথিভুক্ত হয়েছে। শান্তি ধর ও শান্তিপদ ধর এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়
সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন
হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস
(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -09419408234, email : aqsaarts7736@gmail.com

আবেদন

আগামী আগস্ট ২০১৬ থেকে পত্রিকার প্রতি কপির দাম ২ টাকা ও বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা ১০০ টাকা হচ্ছে। সকলের সহযোগিতা কামনা করি। —কর্মাধ্যক্ষ

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৮ জুলাই। ১৯১৮ সালের ১৮ জুলাই নেলসন ম্যান্ডেলার জন্মদিন। ২০১০ সাল; ২। যতীন শর্মা, ২০১২ সালের ১৮ জুলাই।; ৩। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। ১৮৯৯ সালের ১৯ জুলাই; ৪। দক্ষিণ আমেরিকা, ১৮১০ সালের ২০ জুলাই, বোগোটা; ৫। ১৯১৯ সালের ২০ জুলাই, নিউজিল্যান্ডে। ১৯৫৩ সালের ২৯ মে; ৬। চীন দেশের চ্যাংসায়, ২০২ তলা, ৩০,০০০ লোক। ২০১৩ সালের ২০ জুলাই; ৭। ১৮৮৩ সালের ২১ জুলাই। গিরিশ ঘোষের 'দক্ষ যজ্ঞ'। গুর্মুখ রায়; ৮। নীল আর্মস্ট্রং এবং এডুইন অলড্রিন, ১৯৬৯ সালের ২১ জুলাই। অ্যাপোলো-১১; ৯। ডেভিড ওয়ারেণ। ২০১০ সালের ২১ জুলাই; ১০। আইজাক মেরিট সিঙ্গার। ১৮৭৫ সালের ২৩ জুলাই; ১১। ১৯৪৭ সালের ২৩ জুলাই, জন্ম ৫.৮.১৯১৫; ১২। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং জাঃ লোলিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৪১ সালের ২৫ জুলাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ● খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ
জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন ও রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনার
রেশন কার্ড বিতরণ সম্পর্কিত
জরুরি বিজ্ঞপ্তি

রাজ্য জুড়ে প্রতিটি জেলায় (জঙ্গলমহল ব্লক / পৌরসভা বাদে) জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন ও রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনার রেশন কার্ড বিতরণ চলছে।

যাদের নাম জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন বা রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনার তালিকায় আছে কিন্তু যাঁরা এখনও এই কার্ড সংগ্রহ করেননি তাঁরা যেন অতি অবশ্যই ৩০ জুলাই ২০১৬-এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্লক, পৌরসভা বা বোরো অফিস অথবা জেলা প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারিত বিতরণ কেন্দ্র থেকে সংগ্রহ করেন।

জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন বা রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনা কার্ড সংগ্রহ করার জন্য আপনার বর্তমান রেশন কার্ড নিয়ে আসতে হবে।

যাঁরা সম্প্রতি Form III বা Form IV পূরণ করে জমা দিয়েছেন তাঁদের কার্ড বিতরণ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি পরে প্রকাশিত হবে।

এই বিষয়ে আরও জানতে ফোন করুন ১৯৬৭ অথবা ১৮০০৩৪৫৫৫০৫ এই টোল-ফ্রি নম্বরে।

Memo No. : 202 (85)ICA/BDN)Advt) dt. 19.07.2016

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা